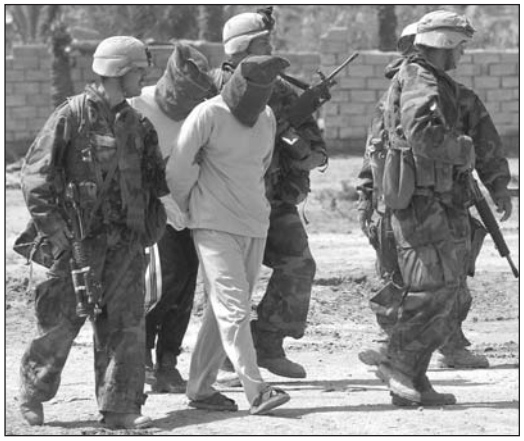

ইরাক যুদ্ধে মিডিয়া

লিখেছেন **মিশায়েল আহ্‌মাদ**

এই যুদ্ধের প্রথম শহীদ হলো 'সত্য'। মিলিটারিদের হাতে সাংবাদিকরা বাঁধা। রণাঙ্গনে প্রতিনিধিদের যেতে দেয়া হচ্ছে না এবং কোনো প্রকার সত্যতা ছাড়াই গুজব সংবাদ আকারে ছড়াচ্ছে।

এই যুদ্ধ সর্বপ্রকার প্রযুক্তি প্রভাবিত। এই প্রথমবার ২৪ ঘন্টা যুদ্ধের কাহিনী প্রচার করা হচ্ছে অসংখ্য টিভি চ্যানেলে। প্রথমবারের মতো কোনো যুদ্ধ ইন্টারনেটে স্থান করে নিয়েছে। রেডিও ও কাগজেও ঐতিহাসিকভাবে যুদ্ধ প্রধান সংবাদে পরিণত হয়েছে। অনেক নতুন প্রযুক্তির মধ্যে একটি হলো ভিডিও ফোন। ভিডিও ফোনের মধ্যম মানের প্রচার কোয়ালিটি, তবে একেবারে ইরাকের মরু বা মধ্য বাগদাদ-বাসরা থেকে নিত্য নতুন রিপোর্ট ত্বরিত গতিতে পাঠাবার জন্য তুলনাহীন। এই যুদ্ধে বর্তমানে ১০০০ জনের মতো সাংবাদিক ইরাক ও তার পাশের দেশে অবস্থান করছেন। তারা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে যুদ্ধের চিত্র তুলে ধরছেন। একজন ব্রিটিশ ও দু'জন অস্ট্রেলিয় সাংবাদিকের যুদ্ধে মৃত্যুও হয়েছে। চ্যানেল এবং কাগজগুলো নিজেরাই এখন শ্রেষ্ঠত্বের, সত্যের যুদ্ধে লিপ্ত।

দুঃখের বিষয়, বিশ্ব প্রচার মাধ্যম এখন দুভাগে বিভক্ত। সিএনএন, বিবিসি, এনবিসি, স্কাই, ফক্স ইত্যাদির বিরুদ্ধে জোরালো অভিযোগ উঠেছে যে তারা যুদ্ধের সত্য ঘটনা, এর ভয়াবহতা তুলে ধরছে না। অন্যদিকে, আল জাজিরা, আল আরাবিয়া, দুবাই টিভি, আবুধাবি টিভি, লেবানন টিভি ইত্যাদি আরব চ্যানেলগুলো যুদ্ধের বীভৎসতা কোনো রকম লুকোছাপা ছাড়াই তুলে ধরছে।

মধ্যপ্রাচ্যের বাইরের বিশ্বকে মূলত পশ্চিমা মাধ্যমগুলোর ওপরই ভরসা করতে হয় সংবাদের জন্য। যার প্রধান কারণ ভাষা। কিন্তু এই সব চ্যানেলগুলো যেই দেশগুলোর, তারাই এই যুদ্ধ পরিচালনা করছে। বিবিসি

স্বায়ত্তশাসিত হলেও, ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে অনুদান পেয়ে থাকে। সিএনএনসহ আমেরিকান অন্যান্য চ্যানেলগুলো বরাবরের মতো সরকারকে সমর্থন করে সংবাদ প্রকাশ করে আসছে। ফলে সাধারণ দর্শক যুদ্ধের আসল গতিপথ, চরিত্র ও বীভৎসতার কোনো সঠিক চিত্র পাচ্ছে না। বর্তমানে তারা জাহাজে প্রেরিত মানবিক সাহায্য, ইরাকিদের আত্মসমর্পণ, শহর অঞ্চল দখল করার অসমর্থিত খবর কোনো রকম যাচাই করা ছাড়াই প্রকাশ করছে। আসলে, যুদ্ধের প্রথম দিন থেকে তারা আশ্চর্যজনকভাবে গুজবকে সমর্থন করে আসছে। যেমন, যুদ্ধে প্রথম তিন চারদিনের কথা। খবর এলো যে ইরাকের ৫১ নম্বর ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন ৮০০০ সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করেছে। প্রথমত, কোনো সৈন্য ডিভিশন ৩০ বা ৫০ হাজার সৈন্যের নিচে হয় না। দ্বিতীয়ত তারা সত্যতা যাচাই না করে গুজবকে সংবাদ হিসেবে চালিয়ে দিয়েছিলো। তারপর বললো উম-কাসর, বাসরা জোট বাহিনীর পূর্ণাঙ্গ দখলে চলে এসেছে এবং সাহায্য আসতে শুরু করেছে। সত্য হলো, বাসরাতে এখনো যুদ্ধ চলছে ও উম-কাসর বন্দর নগরীকে শতভাগ দখলে আনতে সক্ষম হয়নি। ক'দিন আগে একটি ইরাকি মিসাইল কুয়েত সিটির মধ্যে বিপণন কেন্দ্রে আঘাত হানে। যেটি নিক্ষেপ করা হয়েছিলো দক্ষিণ ইরাকের আল-'ফ উপদ্বীপ থেকে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে জোট বাহিনী দাবিকৃত ও পশ্চিমা চ্যানেল সমর্থিত ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর দক্ষিণ ইরাক নিয়ন্ত্রণের সংবাদ পুরোপুরি মিথ্যা। পশ্চিমা মিডিয়া এখন জোর দিয়ে দেখাচ্ছে জোট বাহিনীর মিসাইল কত উন্নতমানের ও নির্ভুল। কিন্তু যখন জনগণের মাঝে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হয় তখন প্রশ্ন তোলে এটা কি ইরাকিরা নিজেরাই করেছে কিনা। এইসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবিসি, সিএনএন-এর প্রতি বিশ্বের বিশাল পরিমাণ দর্শকের আস্থা প্রায় উবে গেছে।

আরব মিডিয়া ঠিক উল্টো খবর প্রচার করছে। যুদ্ধের ধারা অনুযায়ী তাদের রিপোর্ট এখন সত্য বলে ধরা হচ্ছে। কারণ তারা নিয়মিত যুদ্ধে হতাহত হওয়া ইরাকি নারী-শিশু-পুরুষের যে ভয়াবহ ছবি দেখাচ্ছে তা

বিপাকে তুরস্ক

ইরাক যুদ্ধে কূটনৈতিক দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি বিপাকে তুরস্ক। কুর্দি, ন্যাটো, আমেরিকার অর্থনৈতিক সাহায্য, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, সাইপ্রাস বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন তুরস্কের সরকার।

যুদ্ধ শুরুর পূর্বে আমেরিকার সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক বজায় ছিলো। আধুনিক মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র রূপে তুর্কিদের একটি উজ্জ্বল ভাবমূর্তি সবসময় ছিলো। আমেরিকার কাছের দেশ হিসেবে বিভিন্ন সুবিধা তারা ভোগ করে আসছিলো। আমেরিকার সঙ্গে তাদের ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ ও দানের চুক্তি হওয়ার কথা। এর মধ্যে যুদ্ধের ডামাডোল শুরু হয়ে যাওয়ায় তুর্কিদের সাহায্য চাওয়া হয়। বুশ প্রশাসন তুরস্কের কাছে আকাশ পথ ও সেনা ঘাঁটি চেয়েছিলো। তবে তাদের সংসদ শুধু আকাশ পথ খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। মূলত তুরস্কের ৯০% জনগণ এই যুদ্ধের বিরোধিতা করায় সংসদ একই সুরে কথা বলে। যদিও নবনির্বাচিত 'একে পার্টি' ও সশস্ত্র বাহিনী সেনা ঘাঁটি দেয়ার পক্ষে ছিলো।

তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী রিসেপ তাইপ এরদোগান

এ থেকেই আমেরিকার সঙ্গে তুরস্কের বিরোধ শুরু হয়। এখন তুরস্ক চাচ্ছে তাদের নিজস্ব সৈন্য ইরাকের উত্তরে কুর্দিস্তানে প্রেরণ করতে। কারণ তাদের দেশের কুর্দিদের সঙ্গে ইরাকি কুর্দিরা যুক্ত হয়ে স্বাধীন কুর্দিস্তান ঘোষণা করতে পারে। তুর্কি সৈন্যদের লক্ষ্য হলো কুর্দিরা যেন কিরকুকের তেল খনির দখল না পায়। এতে কুর্দিদের স্বাধীনতার দাবি জোরালো হবে। আমেরিকা সাদ্দাম বিরোধী কুর্দি মিলিশিয়াদের নিয়ে উত্তর ইরাক কুর্দিদের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পরিণত করার ঘোষণা দেয়। এবং তুরস্ককে সাবধান করে দিয়েছে যে তারা তুর্কি সৈন্যদের কুর্দি অধ্যুষিত উত্তর ইরাকে অবস্থান পছন্দ করবে না। কারণ কুর্দি ও তুর্কিরা প্রচন্ড বৈরী। কুর্দিরা মনে করে, তুর্কিরা তাদের ওপর অত্যাচার ও লুটপাট চালাবে।

আমেরিকার বিরুদ্ধে এই অবস্থান নেয়ায় তুরস্ক এখন সাদ্দামহীন নতুন মধ্যপ্রাচ্যে সম্ভাব্য কর্তৃত্ব হারাবে বলে তুর্কি বুদ্ধিজীবীরা মনে করে। তুরস্কের একমাত্র ইংরেজি দৈনিক 'টার্কিস ডেইলি নিউজ'-এর সম্পাদক ইলমুর চেভিক মনে করেন, মার্কিন সৈন্যদের তুরস্কের মাটিতে ঘাঁটি বাঁধতে না দেয়ার সিদ্ধান্ত ছিলো ভুল এবং এর ফল সুদূরপ্রসারি হতে পারে। নতুন ইরাকের সরকার গঠন ও কুর্দি বিষয়ে এখন তুরস্ক কোনো বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারবে না বলে তিনি তার সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেন। মার্কিনিদের খুশি রাখতে না পারলে তুরস্ক প্রায় নিশ্চিতভাবে ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সাহায্য হারাবে। এছাড়া ন্যাটোতে আমেরিকা তাদের ভূমিকা ক্ষুণ্ন করে দিতে পারে। সাইপ্রাস সমস্যার সফল সমাধানের পক্ষে আমেরিকা থাকলে কি হতে পারে এটা তুর্কিদের উপলব্ধি করতে হবে। কারণ এই যুদ্ধের সফল সমাপ্তি মার্কিনিদের মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান শক্ত করবে। সেক্ষেত্রে তুরস্ক সহজেই এই সুযোগে সাইপ্রাস বিষয়ে তাদের পক্ষে খাটাতে পারে।

আবার ফ্রান্স-জার্মানির বিরোধিতা করাও তুরস্কের পক্ষে দুর্ভোগ বয়ে আনবে। কারণ ২০১০ সালের মধ্যে তাদের লক্ষ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের স্থায়ী সদস্যপদ লাভ করা। 'ইউ'তে ফ্রান্স ও জার্মানি সবচেয়ে শক্তিশালী এবং প্রভাশালী দুটি দেশ। যদি তুরস্ক তাদের বিপক্ষে অবস্থান নেয় তাহলে তুর্কিদের সদস্য করার বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখতে পারে। এটা হবে তুরস্কের জন্য একটি মারাত্মক বিপর্যয়। কারণ 'ইউ'র ফসল হলো আয়ারল্যান্ডের মতো দেশ। চেক রিপাবলিক, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি এই সুযোগ নিয়ে বহুদূর এগিয়ে যাবার বিষয়ে বদ্ধপরিকর। সেখানে এটা না হলে 'ইউরোপের অসুস্থ মানব' দুর্বলই হয়ে থাকবে।

এখন তুরস্কের সামনে পথ খোলা রয়েছে দুটি। এক, আমেরিকার পক্ষে থেকে দেশকে অখন্ড রাখা ও মধ্যপ্রাচ্যে শক্ত ভূমিকা রাখার বিষয়টি বাস্তবায়ন করা। অথবা 'ইউ'র মতো শক্তিশালী অর্থনৈতিক ফোরামে ঢুকে দেশের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা।

তাইপ এরদোগান-এর সরকার এখনো নবজাতক। এরই মধ্যে তাদের শক্ত কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ফলে কূটনৈতিক প্রান্ত দিয়ে তুরস্ক এখন দিশেহারা।

মিশায়েল আহ্‌মাদ

অকল্পনীয়। তারা কিভাবে দেখাতে পারছে সেটা অকল্পনীয় নয়। আসলে ইঙ্গ-মার্কিনিরা ইরাককে স্বাধীন করার নামে কিভাবে সাধারণ জনগণকে হত্যা করছে সেটাই বিস্ময়কর। মজার ব্যাপার ইরাকি কোনো প্রতিনিধির বিবৃতিতে বা কোনো আরব চ্যানেলে জোট বাহিনীর সদস্যদের হতাহতের খবর প্রকাশিত হলে তবেই ইংরেজি চ্যানেলগুলো সেটি দেখায়। এই ব্যাপারটি এতোবার ঘটেছে যে এখন বিবিসি-সিএনএন'র ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

অন্যদিকে পশ্চিমারা অভিযোগ তুলেছে আল জাজিরা যুদ্ধবন্দিদের ছবি দেখিয়ে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে। যেখানে এই যুদ্ধই বেআইনি এবং মার্কিনিরা নিজেরা জেনেভা কনভেনশন লঙ্ঘন করেছে, সেখানে এই ধরনের কথা 'উগ্র কর্তৃত্ববাদ' ছাড়া কিছুই নয়। আল জাজিরা ও অন্যান্য আরব চ্যানেলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে তারা কোনো পক্ষের নয়। তাদের দর্শকদের দাবি অনুযায়ী যুদ্ধের সত্যটাকেই তুলে ধরা হচ্ছে। এবং ভাষাগত মিলের কারণে তারা গভীরে ঢুকে খবর আনতে পারছে।

প্রশ্ন জাগে, ১৯৯১'র প্রথম আরব যুদ্ধে বিশ্বব্যাপী দর্শকরা কি সত্য কাহিনী দেখেছিলো। তখন ২৪ ঘন্টা জুড়ে সংবাদ পাওয়া হতো না এবং আরব প্রচার মাধ্যমের এতো সমর্থ বা যোগ্যতাও ছিলো না। ফলে সেটি যে গোলাপ ফুলের বাগান ছিলো না এখন সেটি স্পষ্টতর। ফলে সেই যুদ্ধের আসল বিভৎসতা কি ছিল তা আমরা কোনো দিনই হয়তো জানতে পারবো না সেই একচোখা সংবাদ প্রচারের জন্য।

চ্যানেলগুলো তাদের রিপোর্টারদের একেকটি যুদ্ধ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে। তাদের বলা হচ্ছে 'এমবেডেড' সাংবাদিক। তারা পুরোপুরি কমব্যাট পোশাক

অনেক নতুন প্রযুক্তির মধ্যে একটি হলো ভিডিও ফোন। ভিডিও ফোনের মধ্যম মানের প্রচার কোয়ালিটি, তবে একেবারে ইরাকের মরু বা মধ্য বাগদাদ-বাসরা থেকে নিত্য নতুন রিপোর্ট ত্বরিত গতিতে পাঠাবার জন্য তুলনাহীন

পরে সৈন্যের সঙ্গে ইরাকের মরু থেকে মিনিটে মিনিটে খবর পাঠাচ্ছে। সিএনএন-এর রিপোর্টগুলো প্রথমে আটলান্টায় তাদের প্রধান কার্যালয়ে সেন্সর করা হয়। তারপর প্রচার করা হয়। পশ্চিমারা অভিযোগ তুলেছে যে ইরাকি সরকার তাদের ইরাকি সৈন্যের অবস্থান থেকে রিপোর্ট করতে দেয়া হচ্ছে না। অবশ্য এরও কোনো সত্যতা নেই।

বিশ্বব্যাপী সংবাদ মাধ্যমগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে যে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কোনো এক পক্ষের সংবাদ তারা প্রকাশ করছে। আবার যেসব সরকার এই যুদ্ধে জড়িত তাদের মিডিয়া একটি মধ্যপন্থি অবস্থান থেকে যুদ্ধকে দেখছে বা দেখতে চাচ্ছে যেমন অস্ট্রেলিয়া এবং ব্রিটেন।

আমাদের দেশের চ্যানেল ও পত্র-পত্রিকাগুলো মূলত নীতিগত কারণেই জনগণের মনোভাবকে সম্মান করে যুদ্ধ বিরোধী অবস্থান নিয়েছে। যদিও সরকার একটি মধ্যপন্থি অবস্থান মেনে চলার পক্ষে।

এই ইরাক যুদ্ধ বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমগুলোকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে। জনগণ, সরকার, নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি, সত্য-মিথ্যা সব কিছুর দ্বারাই তারা প্রভাবিত। প্রতিষ্ঠিত মিডিয়াগুলো যুদ্ধে অভিনব কলাকৌশল, প্রযুক্তির ব্যবহার করলেও, সাধারণ জনগণের দাবি মেটাতে পারছে না। আসল খবরই তারা প্রচার করছে না বলে অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাস।

যেহেতু আরবি ভাষা সবাই বুঝে না, ফলে মানুষ ঝুঁকছে ইন্টারনেটে। সেখানে আল জাজিরা বা আরাবিয়া'র ইংরেজি ওয়েব সাইটে গিয়ে যুদ্ধের সত্যতা দেখার চেষ্টা করছে। ব্রিটেনের গুটিকয়েক পত্রিকা অবশ্য নিরপেক্ষতা বজায় রেখে যুদ্ধের সত্যি খবর প্রকাশ করে চলেছে। যেমন গার্ডিয়ান, স্কটস্‌মেন, ইনডিপেনডেন্ট। জার্মানি, ফ্রান্স, চীন, রাশিয়ার পত্র-পত্রিকা ও চ্যানেলগুলো যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব দেখিয়ে আসছে।

এতো প্রযুক্তি, ২৪ ঘন্টা সরাসরি যুদ্ধ প্রচার হওয়া সত্ত্বেও কাগজের কদর কমেনি। বিস্তারিত ও সত্যের অন্বেষণে মানুষ প্রতিদিনের কাগজকেই আস্থার প্রতীক হিসেবে দেখছে।